রূপায়ণ থিয়েটার্সের নিবেদন!
সাহিত্য-সম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্রের
দুর্গেশনন্দিনী
7-6-51

চরিত্র-চিত্রণে

বিমলা……**চন্দ্রাবতী দেবী**
তিলোত্তমা…**শ্যামলী দেবী**
আয়েষা……**ভারতী দেবী**
আশ্‌মানি…**মঞ্জু ব্যানার্জ্জী**

নর্ত্তকী … **প্রীতিধারা** ও **লীলাবতী** (করালী) পরিচারিকা … **রত্না**

জগৎসিংহ … **অজিতপ্রকাশ**
ওস্‌মান … **নীতীশ মুখার্জ্জী**
রহিম শেখ … **প্রীতি মজুমদার**
হকিম … … **বাণী মুখার্জ্জী**
পাঠান-দূত … … **শ্যামল দত্ত**

বীরেন্দ্রসিংহ… **কমল মিত্র**
কতলুখাঁ … **ছবি বিশ্বাস**
খ্বাজা ইসা … **গণেশ শর্ম্মা**
ঘাতক … … **উৎপল বসু**

মানসিংহ … … … **অমর মল্লিক**
অভিরাম স্বামী…**মনোরঞ্জন ভট্টাঃ**
বিদ্যাদিগ্‌গজ … **যতীন বন্দ্যোঃ**
ব্রাহ্মণ-শিষ্য … **গোকুল মুখোঃ**
পাঠান-রক্ষী … **অনিল নিয়োগী**

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ

আদিত্য, গোরা, জীবন, শ্রীপতি, সুব্রত
অমলেন্দু, শিবু, সুরেশ, দিবাকর, কাশীঠাকুর
সুধা, ভবতোষ ও অগ্রগামীর সভ্যবৃন্দ।

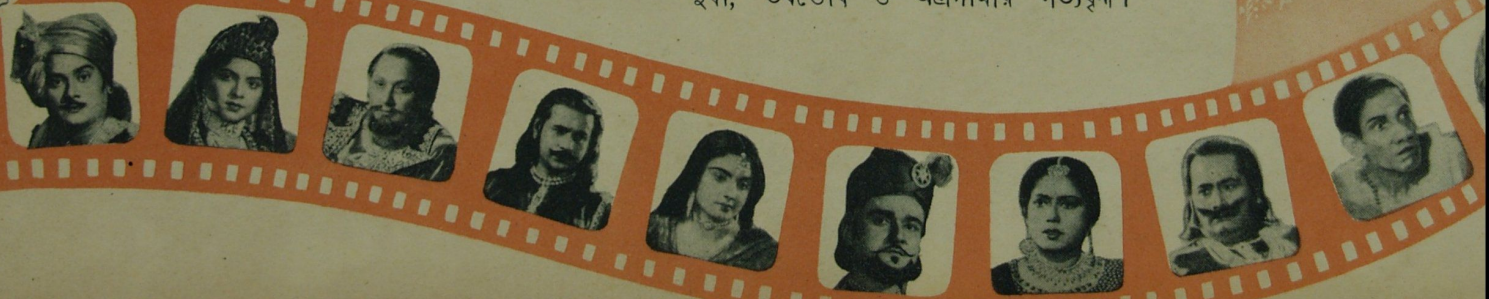

'দুর্গেশনন্দিনী' — সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিকত্ব যথার্থই অসাধারণ ও যুগান্তকারী।

ইহার চরিত্রগুলির অধিকাংশই ইতিহাস হইতে গৃহীত হইয়াছে, শুধু জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম-কাহিনী এবং নবাব-নন্দিনী আয়েষার দেবকন্যা-সদৃশ চরিত্রকথা বঙ্কিম-চন্দ্রের কল্পনা প্রসূত।

বহু চরিত্র-সমন্বিত এই বিচিত্র সংঘাতবহুল কাহিনীটিকে বাণী-চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করিবার প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছে, সে বিচারের ভার সহৃদয় দর্শকবৃন্দের উপর।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-প্রভায় আমাদের এই ভক্তি-অর্ঘ্য তাঁহারই চরণে পরম শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিলাম।

• [illegible] •

• শ্রীরবিপ্রসাদ গুপ্তের প্রযোজনায় • রূপায়ণ থিয়েটার্সের নিবেদন

তত্ত্বাবধানে :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, এম-এ ; বি-এল

পরিচালনায় :

অমর মল্লিক

•

সঙ্গীত-পরিচালনায় : **অনিল বাগ্‌চী**

চিত্র-শিল্প-পরিচালনায় **শৈলেন বসু**

গীত-রচনায় :

(কবি) **বটকৃষ্ণ বসু**

(কবি) **বিমল ঘোষ**

চিত্র-নাট্য ও সংলাপ-রচনায় : **অমর মল্লিক ও শচীন বসু মল্লিক**

শিল্প-নির্দেশনায় :... ... ... **বটু সেন ও ক্ষিতীন সেন**

শব্দানুলেখনে : **গৌর দাস**

সম্পাদনায় : **কালী রাহা**

•

নৃত্য-তত্ত্বাবধানে : **সমর ঘোষ**

নৃত্য-পরিচালনায় : **অতীনল**

অশ্বারোহণ ও অসি-পা চালনায় : **শ্যামল দত্ত** (অগ্রগামী)

রূপ-বিন্যাসে : **রামু ও প্রমথ**

বেশ-বিন্যাসে : **শের অ**

ব্যবস্থাপনায়ঃ **নিত্যানন্দ গুপ্ত**

চিত্র-পরিস্ফুটনেঃ **ইউনাইটেড্ সিনি ল্যাবরেটরীজ লিমিটেড্**

কোষাধ্যক্ষঃ **পূর্ণচন্দ্র দত্ত** (অঃ) হিসাব-নবিসঃ **কাশী ঠাকুর**

সহযোগিতায়ঃ

চিত্র-শিল্পেঃ **ননী দাস; সুধীর দাস; সুধাংশু সরকার।** শব্দানুলেখনেঃ **সিদ্ধি নাগ**

সঙ্গীত-পরিচালনায়ঃ **সুশান্ত লাহিড়ী, বিনয় অধিকারী**

শিল্প-নির্দ্দেশেঃ **সূর্য্য চ্যাটার্জ্জী; জিতেন পাল।** ব্যবস্থাপনায়ঃ **শিবপদ মিত্র; অনিল নিয়োগী**

আলোক-সম্পাতেঃ **মনোরঞ্জন দত্ত; কেষ্ট বসু, আহমদ হোসেন, মণীন্দ্র দে, তারাপদ মান্না**

চিত্র-সম্পাদনায় ... **নারায়ণ দাস ও কানাই ব্যানার্জ্জী**

চিত্র-পরিচালনায় ... ... **সুখময় সেন ও মণীন্দ্র রায়**

যন্ত্র-সঙ্গীত-পরিচালনায় ... ... **সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা**

স্থির-চিত্র-গ্রহণে ... ... **ষ্টিল ফটো সার্ভিস**

প্রচার-চিত্র-পরিবেশনে ... ... **ব্যানার্জ্জী ষ্টুডিও**

অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণেঃ **সাতরামদাস ধলামল** পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণেঃ **জেঠমল ধলামল**

মেহেরআলী মোল্লা

কৃতজ্ঞতা-স্বীকারেঃ **মিঃ এ, ইমাম্** (হাজারীবাগ)

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

চিত্র-পরিবেশনায়ঃ

ইষ্ট এণ্ড ফিল্মস্

প্রচার-পরিচালনায়ঃ **সুধীরেন্দ্র সান্যাল**

মহারাজ মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎসিংহ একদিন অপরাহ্নে অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরিতেছিলেন। পথে সহসা ঝড়-বৃষ্টি উপস্থিত হইলে, গড়মান্দারণে শৈলেশ্বরের মন্দিরে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। গড়মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা, সঙ্গিনী বিমলার সহিত ইতিপূর্ব্বে তথায় পূজা করিতে আসিয়া অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানে প্রথম দর্শনেই তিলোত্তমা ও জগৎসিংহ পরস্পর অনুরক্ত হইয়া পড়েন। জগৎসিংহের পরিচয় গ্রহণান্তর, এক পক্ষ পরে তাঁহাকে সেখানে আসিতে অনুরোধ করিয়া বিমলা সঙ্গিনীর সহিত চলিয়া গেলেন।

এক পক্ষ পরে নিশীথে বিমলা শৈলেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া জগৎসিংহের নিকট তিলোত্তমার পরিচয় দিলেন। যুবরাজ তিলোত্তমার সহিত সাক্ষাৎলাভে বিশেষ ব্যাকুল হইয়া, বিমলার সহিত গড়মান্দারণে যাত্রা করেন।

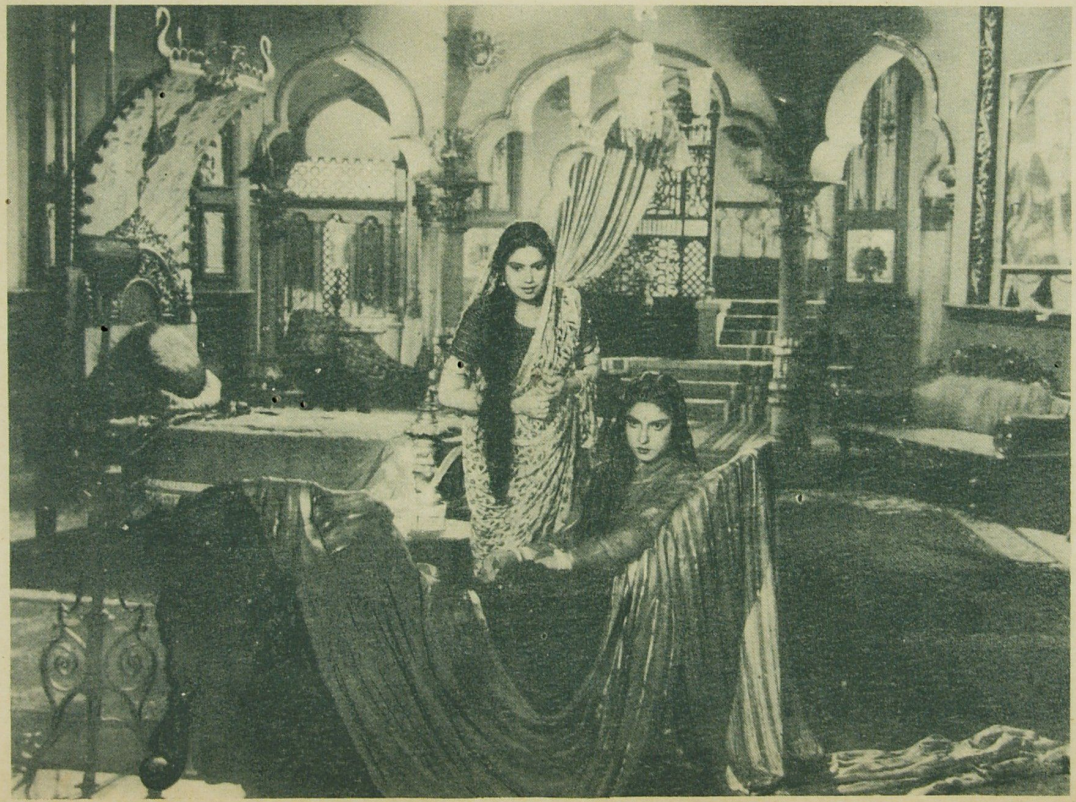

এই সময় উড়িষ্যার পাঠান অধিপতি কত্‌লু খাঁর সহিত মহারাজ মানসিংহের সেনাপতিত্বে মোগলদের যুদ্ধ চলিতেছিল। বীরেন্দ্রসিংহ কত্‌লু খাঁকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করায়, কত্‌লু খাঁ স্বীয় সেনাপতি ওস্‌মানকে গড়মান্দারণের দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করিতে আদেশ দেন।

বিমলা জগৎসিংহকে তিলোত্তমার নিকট লইয়া গেলেন; কিন্তু দুর্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় যে সর্ব্বনাশ ঘটিল – বিমলার চাতুর্য্য, জগৎসিংহের বীরত্ব ও বীরেন্দ্রসিংহের তৎপরতা তাহা রোধ করিতে পারিল না। গোপন-পথ উন্মুক্ত পাইয়া শত্রুদল দুর্গমধ্যে সহজেই প্রবেশ করিল।

কত্‌লু খাঁর সেনাপতি ওস্‌মানের হস্তে গড়ের পতন হইল। বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা ও তিলোত্তমা বন্দী হইলেন। জগৎসিংহ যুদ্ধে আহত হইয়া পাঠান-শিবিরে প্রেরিত হইলেন।

নবাব কত্‌লু খাঁর কন্যা আয়েষার প্রতি সেনাপতি ওস্‌মান অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে এই মহীয়সী নারী, জগৎসিংহের শুশ্রূষার ভার

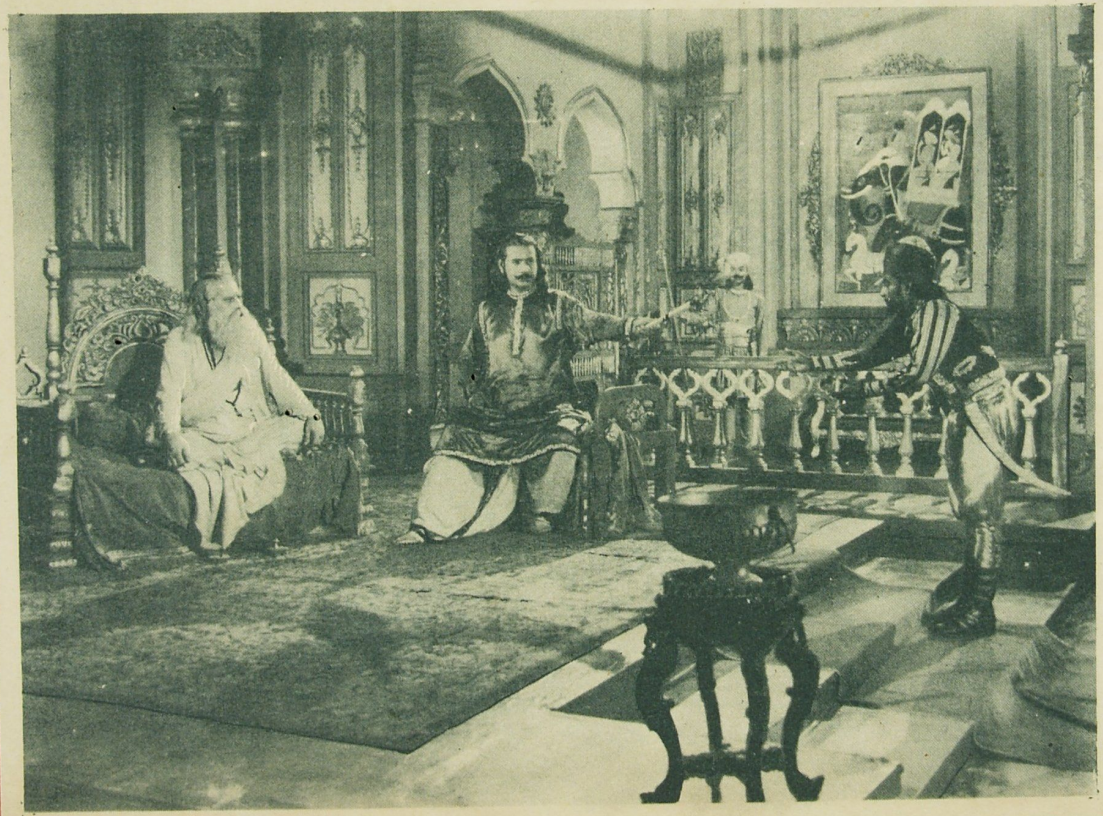

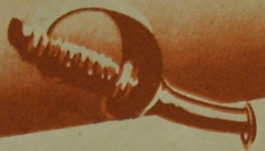

লইলেন। যুবরাজের প্রতি আয়েষার অনুরাগের সঞ্চার হইল; কিন্তু জগৎসিংহ একথা তখনও জানিতে পারিলেন না।

বশ্যতা স্বীকার করিয়া নবাবের আদেশ পালনে সম্মত না হওয়ায় কত্লু খাঁ বীরেন্দ্রসিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। ওস্মানের সহায়তায়, বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে বিমলা বধ্যভূমিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, স্বামিহত্যার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

নবাব কত্লু খাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে, নিশীথে দুর্গমধ্যে যখন সকলেই আনন্দে আত্মহারা এবং স্বয়ং নবাবও নৃত্যগীতে বিভোর, তখন ছলনাময়ী বিমলা তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। নবাবের মৃত্যু হইল; কিন্তু প্রাণবিয়োগের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি জগৎসিংহের মুক্তিদানের আদেশ দিলেন ও জানাইলেন – নবাব-হারেমে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইলেও তিলোত্তমা পবিত্রা।

নাটকের উপসংহারে, জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার মিলন হইল। আয়েষা গড়মান্দারণে আসিয়া তিলোত্তমাকে স্বহস্তে বধূবেশে সাজাইয়া দিলেন। স্বার্থলেশহীন প্রেমের এই মহান্ পরিণতিতে, আয়েষার চরিত্র চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল।

সঙ্গীত

অতুল সুন্দর শাঙন রাতে।
শিহরল অন্তর দুঁহু আঁখি পাতে॥
ঋতুপতি আয়ল মঝু প্রেম কুঞ্জে
গুন্‌গুন্‌ গুঞ্জরে মধুকর পুঞ্জে,
কাঁপল তনু মন নীল নিচোলে
অনুরাগে পুলকিত কোয়েলা মাতে॥
তঁহু মুখ পঙ্কজ পলকে নেহারি
কৈসে গোঙায়ব রজনী হামারি
উছল ছাতিয়াপর যৌবন ছন্দ
নিদ হরল মম আজু মধুরাতে॥

[তিলোত্তমা]

শ্যামল সুন্দর নওল কিশোর
এস মধু-মাধব গোপী-মন-চোর!
হৃদি-বৃন্দাবনে কাঁদে প্রেম কলি
এস বেণু গুঞ্জনে কৃষ্ণ অলি
রূপ লাগি ঝুরে আঁখি ধ্যান-বিভোর।
হিন্দোল-দোলে এস নন্দদুলাল
রভস-আভাষে এস ছন্দ-দুলাল
জাগো রাস-মঞ্চে রসিক-নাগর!

[অভিরাম স্বামীর শিষ্য]

তাতা উর্ তাক্ তাতা উর্ তাক্ তাতা উর্ তাক্
হুররে হো!
হরদম দেও লাল শিরাজী আব্ জম্‌জম্
হুররে হো!
জখ্‌মী ঘায়েল্ কঞ্জুশ্ দিল্ সুর্ম্মা আঁখির
খুশ্ রোজে!
রোশ্‌নী রাতের চুম্‌কি আঁকা ওড়নাতে আর
পেশোয়াজে!
দজ্‌লা ফোরাক্ নীল দরিয়ার গজল গানে
দিল্ খারাব্!
মহব্বৎ কি আশমান সে খুশ্‌বু ছড়ায়
লাল গোলাপ!!

[পাঠান-সৈন্যগণ]

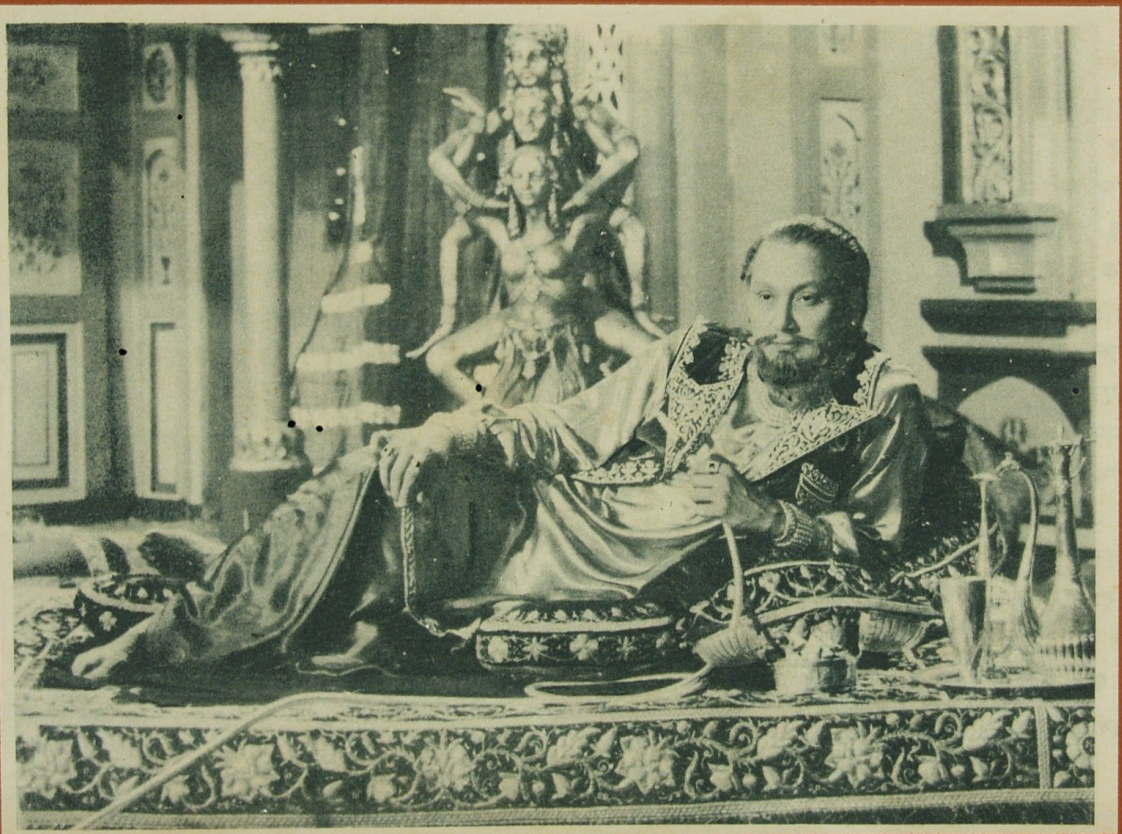

সঙ্গীত

চাঁদ জাগে আর আমি জাগি
আর পাপিয়ার গান জাগে।
আমার এ প্রাণ-পেয়ালাতে
প্রেম সরাবের স্বাদ্ জাগে॥
খুশ্‌বু-ভরা এই সাঁঝে হায়
বনের ফাগুন মনকে জ্বালায়।
দিল্ দরদী কোন্ সে পিয়ার
স্বপ্নে বুকে দোল্ লাগে॥
আশ্‌মানের ও রোশ্‌নী মিছে
মিছেই ও চাঁদ ছলনা।
চাঁদ হয়ে যার মনের মানুষ
এ দুনিয়ায় এলোনা॥
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা সুরে
আমার আঁখির সুর্‌মা ঝুরে।
খুশ্‌রোজের এই জল্‌সাতে মোর
ফুল ঝরে যায় গুল্‌বাগে॥

[আয়েষা]

নওরোজের এই চাঁদনী রাতে
বাজে খুশির সুর-বাহার।
নও-যোয়ানীর ভর-জোয়ারে
মনকে ধ'রে রাখাই ভার॥
সেই জোয়ারে এলে ভেসে
ওগো ঈদের চাঁদ আমার।
প্রেম-পিয়াসী দিওয়ানা দিল্
আজ তোমারি আজ তোমার॥
মন-মাতানো এই শিরাজী
মহব্বতের আঙুর পেশা।
এই সরাবের এক চুমুকেই
লাগ্‌বে চোখে খুশির নেশা॥
আমার হাতের পেয়ালা নীল
তার সাথে আজ দিনু এ দিল্।
এ কলিজার ফুল কলি নাও
নাও লুটে নাও প্রাণ আমার॥

[বিমলা]

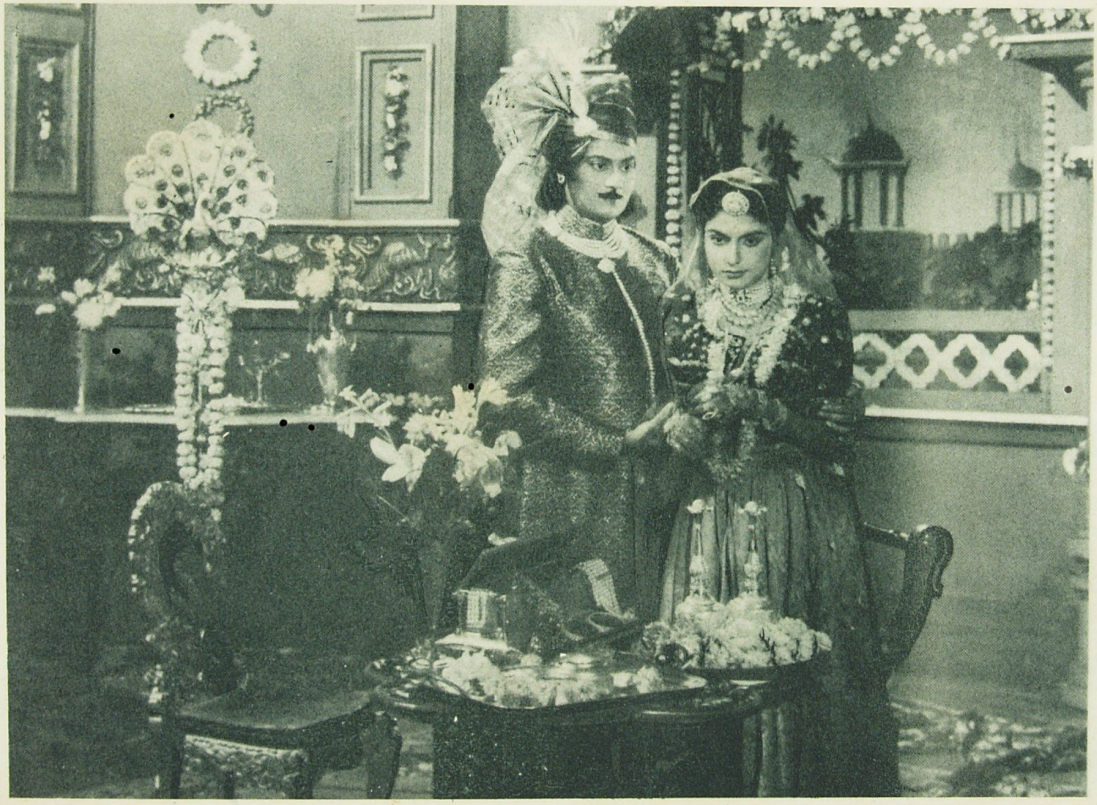

রূপায়ণ থিয়েটার্সের প্রচার-সচিব শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক
পরিকল্পিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত • আর্টিষ্টস্-সার্কল্ কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত

দি ঈগল লাইথোগ্রাফিং কোঃ লিঃ হইতে শ্রী গোষ্ঠবিহারী দাস কর্তৃক মুদ্রিত।